গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-১
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

স্মারক নং-২০.০৩.০০০০.৪০৩.১৪.৬৯৪.২০২১/১৫৪

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ ব:
২৫ মে ২০২১ খ্রি:

বিষয়: পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "প্রিপারেশন অব রিস্ক সেনসিটিভ ডাটাবেজ ফর কোর এরিয়া অব রংপুর এন্ড সিলেট ডিস্ট্রিক্ট টাউন"- শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ এর সভাপতিত্বে ২০ মে ২০২১ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা ভার্চুয়ালি Zoom এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

25/05/2021
(দেবোত্তম সান্যাল)
উপ-প্রধান
ফোন: ৯১৮০৬৬৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ:আ: মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ (নিবীড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা)]
৫. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৮. প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৯. প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১০. পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১. মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২. সদস্য (ভৌত অবকাঠামো) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৩. প্রধান (ভৌত অবকাঠামো) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪. যুগ্ম প্রধান (অত্র উইং) মহোদয়ের, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৫. উপ প্রধান (অত্র উইং) মহোদয়ের, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-১
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়ঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ-এর সভাপতিত্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "প্রিপারেশন অব রিস্ক সেনসিটিভ ডাটাবেজ ফর কোর এরিয়া অব রংপুর এন্ড সিলেট ডিস্ট্রিক্ট টাউন"- শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন বিবেচনার লক্ষ্যে ২০ মে ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা ভার্চুয়ালি Zoom এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

২। **উপস্থাপনা :**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ উল্লেখ করেন যে, রংপুর ও সিলেট শহরের কোর এরিয়ার দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বলিত ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে "প্রিপারেশন অব রিস্ক সেনসিটিভ ডাটাবেজ ফর কোর এরিয়া অব রংপুর এন্ড সিলেট ডিস্ট্রিক্ট টাউন"- শীর্ষক প্রকল্পটি ৯.৮০৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে অদ্যকার পিইসি সভা আহবান করা হয়েছে।

৩। **আলোচনা :**

৩.১ সভার শুরুতেই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পটি উপস্থাপন করে জানানো হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকার-১ এর আওতাধীন জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স তার কার্যপরিধি (বিভাগ/জেলা পর্যায়ের সরকারি স্থাপনার মাস্টার প্ল্যান বা স্থাপত্য নকশায় প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন ও অনুমোদন) অনুযায়ী জেলা সদরের কোর ভবনাদির স্থাপনা সমূহ নির্মাণ/ সম্প্রসারণ এর কার্যক্রম গ্রহণ/অনুমোদন করে। টাস্কফোর্স সাধারণত প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুসারে স্থাপত্য নকশা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে । কিন্তু উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সর্বদা প্রত্যাশী সংস্থা হতে পাওয়া যায় না এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিকল্প স্থান নির্ধারণে কোন ডাটাবেজ না থাকায় সিদ্ধান্ত প্রদানে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা সদরের কোর এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকি সংবেদনশীল ডাটাবেজ এখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয়নি যা বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৪ ও ১৮৫ তম সভায় রংপুর ও সিলেট শহরের Risk Sensitive Database for Core Area সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.২ সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় রংপুর এবং সিলেট জেলা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও বর্তমান প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে Risk Sensitive Database প্রণয়নের জন্য। এছাড়া সিলেট ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান অফিস ভবনে আলোচ্য প্রকল্পের অফিস স্পেস সংকুলানের বিষয়ে তিনি জানতে চান। এ প্রসঙ্গে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স Risk Sensitive Database প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করায় তদপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সিলেটে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস থাকায় সেখানেই আলোচ্য প্রকল্পের সাইট অফিস করা হবে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান অফিস ভবনে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সম্মতি চেয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং মৌখিকভাবে সম্মতি পাওয়া গেছে।

৩.৩ সভায় আইএমইডির প্রতিনিধি আরো উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নের বাস্তবায়নাধীন আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি)- এর আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে বড় আকারে ডাটা সংগ্রহের কাজ চলছে। সেক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পুনরায় সিলেট শহরের দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ করা হলে সেখানে দ্বৈততা ঘটবে কি-না তিনি সে বিষয়ে সংশ্রয় প্রকাশ করেন। পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (এনআরপি) এর আওতায় রংপুর, সুনামগঞ্জ, বান্দরবন ও টাঙ্গাইল পৌরসভার ভূমিকম্প ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য বুয়েট কাজ করছে। তারা সেখানে বেশ কিছু বোরহোল করে ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণ করেছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) প্রকল্পের আওতায়ও দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য বা ডাটা সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে সমধর্মী কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সিলেট ও রংপুরের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডাটা পর্যালোচনা করে এর অতিরিক্ত কোন ডাটা সংগ্রহের প্রয়োজন হলে তা আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, সার্ভে অব বাংলাদেশের কাছে সারাদেশের ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (ডেম) ডাটা আছে। ভূ-তাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরের কাছে ভূ-তাত্ত্বিক জরীপ সংক্রান্ত ডাটা রয়েছে। সেগুলো তাদের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া জনসংখ্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কাছে পাওয়া যেতে পারে। কার্যক্রম বিভাগের যুগ্ম প্রধান বলেন যে, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি) এবং ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (এনআরপি) প্রজেক্টের আওতায় প্রাপ্ত ভূমিকম্প সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ করে এর অতিরিক্ত যেসকল ডাটা প্রয়োজন তা আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রাইমারী ডাটা হিসেবে সংগ্রহ করা যেতে পারে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পে সমধর্মী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে সেসকল তথ্য উপাত্ত রিভিউ করে আলোচ্য প্রকল্পে তার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া প্রকল্প দলিলে ম্যাট্রিক্স আকারে উল্লিখিত ওই সকল প্রকল্পের নাম দিয়ে তার আওতায় কি কি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে এবং এর অতিরিক্ত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কি কি প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

৩.৪ কার্যক্রম বিভাগের যুগ্ম প্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের কাজ মূলতঃ কারিগরিধর্মী। প্রকল্প দলিলে পিআইসি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সংস্থান রাখা হয়েছে। এ দুটি কমিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করলেও টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বুঝে নেওয়ার জন্য বুয়েট, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং আরো সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা যেতে পারে। টেকনিক্যাল কমিটি হতে প্রয়োজনীয় ২/১ জন সদস্য পিআইসি এবং স্টিয়ারিং কমিটিতে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পর্যালোচনা করে প্রকল্প দলিলে একটি কারিগরি কমিটির গঠন প্রস্তাব করতে পারে। প্রয়োজন হলে পিএসসি ও পিআইসি কমিটির সদস্যগণ কারিগরি কমিটি হতে সদস্য কো-অপ্ট করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন।

৩.৫ সভায় প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ উল্লেখ করেন যে, আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং বাবদ ৬০.০০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে আবার ড্রোন সার্ভে এর মাধ্যমে এরিয়াল ফটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য ১৩১.৯৭ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংএর প্রয়োজনীয় আছে কি-না সে বিষয়ে জানতে চাইলে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জানান যে, টাস্কফোর্সের আওতাভুক্ত স্থাপনা সমুহের বিদ্যমান নকশাগুলো সব দ্বিমাত্রিক (২-ডি)। ত্রিমাত্রিক (৩-ডি) নকশা পাওয়া যায় না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পুরনো ভবনগুলোর জন্য ত্রিমাত্রিক ডিজিটাল নকশা প্রণয়ন করা হবে যেখানে ভবনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য থাকবে যেন ভবনসমূহের অবকাঠামোগত সংশোধন অথবা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। তিনি আরও বলেন যে, কোর সরকারি ভবনাদির পুরনো নকশাগুলো বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। পাশাপাশি নির্মাণের পর থেকে ভবনগুলোর কতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা জানা যায় না। ফলে প্রায়শই ভবনগুলোর নকশা ও অবকাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে কাজের সমন্বয় করে পুরনো ভবনসমূহের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন নির্মিত ভবনসমূহের স্থাপত্য ও স্ট্রাকচারাল উভয় ধরনের নকশার ত্রিমাত্রিক ডিজিটাল ভার্সন প্রণয়ন করে সেগুলোর জিও-স্পেসিয়াল অবস্থান চিহ্নিত করে ছবিসহকারে প্রকল্পের চূড়ান্ত রিস্ক সেনসিটিভ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হবে। এর ফলে পরবর্তীতে ভবনসমুহের মাস্টার প্ল্যান বা স্থাপত্য নকশায় প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন ও অনুমোদন সহজতর হবে। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ড্রোনের মাধ্যমে এরিয়া ফটোগ্রাফ সংগৃহীত হলে স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে কি-না সে বিষয়ে প্রকল্প দলিলে উল্লেখ থাকতে হবে। আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ্যালোকেশন অব বিজনেস পরীক্ষাপূর্বক এ কাজে নির্ধারিত বিভাগের মাধ্যমে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে কাজটি করানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে।

৩.৬ পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প দলিলের পৃষ্ঠা নং ৯ এ হাইড্রোলজিক্যাল জরীপের মধ্যে জোয়ারভাটা, জলোচ্ছাস ও সুনামির কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য না হওয়ায় বিষয়গুলো পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ফিজিক্যাল ফিচারে কি কি বিষয় জরীপ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ/কারিগরি বিনির্দেশ পুনর্গঠিত প্রকল্প দলিলে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া হাইড্রোলজিক্যাল জরীপ, কৃষি জমি জরীপ, যাতায়াত ও পরিবহণ জরীপ, আর্থ-সামাজিক জরীপ এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ, ডাটা সংগ্রহের ফরম্যাট প্রকল্প দলিলে উল্লেখ থাকা সমীচীন। উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩.৭ সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, ডিপিপিতে কিছু অপূর্ণতা/অসঙ্গতি/ত্রুটি রয়েছে যা নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা প্রয়োজনঃ

(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বাস্তবতার নিরিখে হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্যের পরে পৃথকভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপযোগ্য এককে উল্লেখ করতে হবে;

(খ) পটভূমিতে টাস্কফোর্স এর পরিবর্তে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স লিখতে হবে এবং 'মন্ত্রিপরিষদ' বানানসহ প্রকল্প দলিলে বানান ভুলজনিত ত্রুটি পরিহার করতে হবে;

(গ) প্রকল্প দলিলে প্রকল্প ব্যয় প্রাক্কলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন, ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিসমূহ উল্লেখপূর্বক কমিটির কার্যবিবরণী এবং প্রাক্কলন সংক্রান্ত পৃষ্ঠাসমূহে কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরসহ সীল থাকতে হবে;

(ঘ) প্রকল্প দলিলে কোথাও প্রকল্প এলাকার মোট পরিমাণ 'একর' আবার কোথাও 'বর্গ কিলোমিটার' হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যা একই এককে প্রকল্প দলিলের সকল স্থানে উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) স্যাটেলাইট ইমেজ (নির্ধারিত রেজুলেশনে) এর বর্গ কিলোমিটার প্রতি একক ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কোটেশনের ভিত্তিতে বা অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। ড্রোন (ইউএভি) জরীপের ক্ষেত্রে কত রেজুলেশনের ফটোগ্রাফ, কত উচ্চতা থেকে কতগুলো সারি/কলামে তোলা হবে তার বিবরণ, ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করতে হবে;

(চ) ব্যক্তি পরামর্শক এবং বিভিন্ন জরীপ কাজের পরামর্শকের ক্ষেত্রে 'এক্সপার্ট' শব্দটির পরিবর্তে 'পরামর্শক' শব্দটি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া সকল জরীপ কাজের ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে জনবল ওয়ারি জনমাস, ব্যয় বরাদ্দে 'থোক' টাকার পরিবর্তে বিস্তারিত বিভাজন সংযুক্ত করতে হবে;

(ছ) পিআইসি ও পিএসসি কমিটির গঠনে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া অর্থ বিভাগের সার্কুলার অনুযায়ী সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সম্মানীসহ বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন প্রকল্প দলিলে সংযুক্ত করতে হবে;

(জ) আসবাবপত্রের ব্যয় বিভাজনে এবং প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপে 'থোক' না লিখে প্রকৃত সংখ্যা লেখতে হবে। এছাড়া প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপে (অনুচ্ছেদ-৮) মূলধন খাতের অঙ্গসমূহের পরিমাণ এবং বিস্তারিত ব্যয় বিভাজনের পরিমাণ একই হতে হবে;

(ঝ) প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় প্যাকেজসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুচ্ছেদ-৮ এ উল্লিখিত ব্যয়ের সাথে মিল রেখে সঠিকভাবে উল্লেখ করাসহ প্রকল্প দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরের সাথে স্বাক্ষর প্রদানকারীর সীল থাকতে হবে;

(ঞ) Terms of Reference (ToR) অংশে নির্ধারিত পরামর্শকের বিস্তারিত কাজের বিবরণ, প্রদেয় ডেলিভারেবলস, প্রতিবেদন, ডাটাবেজ ইত্যাদির বিষদ বিবরণ, পরামর্শকের জনমাসের সাথে মাসিক সম্মানির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। এ অংশে ToR প্রণয়নকারীর স্বাক্ষর ও সীল থাকতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ডেলিভারেবলস প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে জরিমানার/কর্তনের হার এবং ডেলিভারেবলস জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের মতামত/পরামর্শক/অনুমোদন/বিল প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প দলিলে বাধ্যবাধকতা দিয়ে শর্তের উল্লেখ থাকতে হবে;

(ট) গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে মাসে গড়ে ২০০০ কিলোমিটার চলার শর্তে জ্বালানিসহ গাড়ি ভাড়ার মাসিক সাকুল্য গড় ব্যয় অনূর্ধ্ব ১.১০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

৪.০। **সিদ্ধান্ত:**

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে, নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়ঃ

৪.১ বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পে আলোচ্য প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সমধর্মী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে সেসকল তথ্য উপাত্ত রিভিউ করে আলোচ্য প্রকল্পে তার পুনরাবৃত্তি/দ্বৈততা না হওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া প্রকল্প দলিলে ম্যাট্রিক্স আকারে সমধর্মী বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের নাম দিয়ে তার আওতায় কি কি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে এবং এর অতিরিক্ত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কি কি প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে;

৪.২ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পর্যালোচনা করে প্রকল্প দলিলে একটি কারিগরি কমিটির গঠন উল্লেখ করতে পারে। প্রয়োজন হলে পিএসসি ও পিআইসি কমিটির সদস্যগণ কারিগরি কমিটি হতে সদস্য কো-অপ্ট করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন;

৪.৩ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ্যালোকেশন অব বিজনেস পরীক্ষাপূর্বক এ কাজে নির্ধারিত সংস্থা/বিভাগের মাধ্যমে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে কাজটি করানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে;

৪.৪ ফিজিক্যাল ফিচারে কি কি বিষয় জরীপ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ পুনর্গঠিত প্রকল্প দলিলে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া হাইড্রোলজিক্যাল জরীপ, কৃষি জমি জরীপ, যাতায়াত ও পরিবহণ জরীপ, আর্থ-সামাজিক জরীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি ধরনের তথ্য, কি পদ্ধতিতে, কোন একক- এ সংগৃহীত হবে, ডাটাবেজ এর ফরম্যাট ইত্যাদি প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করতে হবে;

৪.৫ আলোচনা অনুচ্ছেদ ৩.৭ -এ বর্ণিত অপূর্ণতা/অসঙ্গতি/ত্রুটিসমূহ সংশোধনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে; এবং

৪.৬ উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫.০ পরিশেষে, সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

২৫/৫/২১

(মোঃ মামুন-আল-রশীদ)
সদস্য (সচিব)
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ